

শ্রাবণ মাসে কৃষক ভাইদের করণীয়

- এ মাসে আউশ ধান পাকা শুরুর সময়। মৌসুমের দিনে পাকা আউশ ধান কেটে মাড়াই-কাড়াই করে ভালভাবে শুকিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।
- বীজ ধান হিসেবে সংরক্ষণ করতে হলে ভালোভাবে শুকিয়ে ডাম/টিনেরপাত্র/ বস্তায় বায়ুরোধী অবস্থায় সংরক্ষণ করতে হবে।
- শ্রাবণ মাস আমন ধানের চারা রোপণের উত্তম মৌসুম। চারার বয়স ২৫-৩০ দিন হলে জমিতে রোপণ করতে হবে।
- রোপা আমনের আধুনিক এবং উন্নত জাতগুলো হলো বিআর২২, বিআর২৩, বিআর২৫, ত্রি ধান৩০, ত্রি ধান৩১, ত্রি ধান৩২, ত্রি ধান৩৩, ত্রি ধান৩৪, ত্রি ধান৩৭, ত্রি ধান৩৮, ত্রি ধান৩৯, ত্রি ধান ৪৬, ত্রি ধান৪৯, ত্রি ধান৬২, ত্রি ধান৬৬, ত্রি ধান৭০, ত্রি ধান৭১, ত্রি ধান৭৪, ত্রি ধান৭৫, ত্রি ধান৭৭, ত্রি ধান৭৮, ত্রি ধান৭৯, ত্রি ধান৮০, ত্রি ধান৯০, ত্রি ধান৯১, ত্রি ধান৯৩, ত্রি ধান৯৪, ত্রি ধান৯৫ বিনাশাইল, নাইজারশাইল, বিনা ধান৯, বিনা ধান১৬, বিনা ধান১৭, বিনা ধান২০, বিনা ধান২২, বিনা ধান২৩।
- উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা সহনশীল জাতসমূহ: (ত্রি ধান৯০, ত্রি ধান৯১, ত্রি ধান৯৩, ত্রি ধান৯৪ এবং ত্রি ধান৭৩) চাষ করতে পারেন।
- খরা প্রকোপ এলাকায় নাবি রোপা আমনের পরিবর্তে যথাসম্ভব আগাম রোপা আমন (ত্রি ধান ৫৬, ত্রি ধান৬৬, ত্রি ধান৭১ এবং বিনা ধান১৭) চাষ করতে পারেন। সে সাথে জমির এক কোশে গর্ত করে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে পারেন।
- জলমগ্ন সহনশীল জাতসমূহ: ত্রি ধান৫১, : ত্রি ধান৫২, ত্রি ধান৭৯, বিনা ধান১১, বিনা ধান১২।
- নাবি ও উচ্চ ফলনশীল জাতসমূহ: বিআর২২, বিআর ২৩, বিনা ধান১৩ চাষ করতে পারেন।
- সুগন্ধি জাতসমূহ: ত্রি ধান৩৪, ত্রি ধান৩৭, ত্রি ধান৩৮, ত্রি ধান৮০, বিনা ধান৩৩।
- চারা রোপনের ১২-১৫ দিন পর প্রথমবার ইউরিয়া সার উপরিপ্রয়োগ করতে হবে। এর ১৫-২০ দিন পর দ্বিতীয়বার এবং তার ১৫-২০ দিন পর তৃতীয়বার ইউরিয়া সার উপরিপ্রয়োগ করতে হবে।
- পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ধানের ক্ষেতে পার্টিং-এর মাধ্যমে পাখি বসার ব্যবস্থা করুন।
- আমন ধানের জমিতে মাজরা পোকা, বাঘামি পাছ ফড়ি ও খোল পোড়া (Sheath Blight) এবং কান্ড পিচা রোগের আক্রমণ নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ করুন প্রতিকারের ব্যবস্থা নিন।
- পাট পাছে ফুল আশা শুরুর হলে পাট কাটতে হবে। এতে আশের মান ভালো হয় এবং ফলনও ভালো পাওয়া যায়।
- পাট পচানোর জন্য আট বেঁধে পাতা ঝড়ানোর ব্যবস্থা নিতে হবে এবং জাগ দিতে হবে।
- পাটের আঁশ ছাড়িয়ে ভালো করে ধোয়ার পর ৪০ লিটার পানিতে এক কেজি তেঁতুল গুলে তাতে আঁশ ৫-১০ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে, এতে উচ্চল বর্ণের পাট পাওয়া যায়।
- যেখানে জাগ দেয়ার পানির অভাব সেখানে রিবন রেটিং পদ্ধতিতে পাট পচাতে পারেন। এতে আশের মান ভাল হয় এবং পচন সময় কমে যায়।
- বর্ষাকালে পুকুরে জায়গার অভাব হলে টব, মাটির চাঁড়ি, কাঠের বাস, পলিথিন ব্যাগ এবং ডাসমান বেড়ে সবজির চারা/রোপা আমনের চারা উৎপাদনের ব্যবস্থা নিতে হবে।
- এ মাসে সবজি বাগানে করণীয় কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে মাদার মাটি দেয়া, আগাছা পরিষ্কার, পাছের গোড়ায় পানি জমতে না দেয়া, খরা বা হলুদ পাতা কেটে ফেলা, প্রয়োজনে সারের উপরিপ্রয়োগ করা।
- কুমড়া জাতীয় সব সবজিতে হাত পরাগায়ন বা কৃত্রিম পরাগায়ন অধিক ফলনে দায়ুগভাবে সহায়তা করবে। পাছে ফুল খরা শুরুর হলে প্রতিদিন জোরবেলা হাতপরাগায়ন নিশ্চিত করলে ফলন অনেক বেড়ে যাবে।
- গভ মাসে শিম ও লাউয়ের চারা রোপনের ব্যবস্থা না নিয়ে থাকলে দুই ব্যবস্থা নিতে হবে। আগাম জাতের শিম এবং লাউয়ের জন্য প্রায় ৩ ফুট দূরে দূরে ১ ফুট চওড়া ও ১ ফুট গভীর করে মাড়া তৈরি করতে হবে।
- এখন সারা দেশে পাছ রোপণের কাজ চলছে। ফলন, বনজ এবং ঔষধি বৃক্ষজাতীয় পাছের চারা বা কলম রোপণের ব্যবস্থা নিতে হবে।
- উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করে একহাত চওড়া এবং একহাত গভীর গর্ত করে অর্ধেক মাটি এবং অর্ধেক জৈবসারের সাথে ১০০ গ্রাম টিএসপি এবং ১০০ গ্রাম এমওপি ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। সার ও মাটির এ মিশ্রণ গর্ত ভরাট করে রেখে দিতে হবে। দিন দেশক পরে গর্তে চারা বা কলম রোপণ করতে হবে।
- ভাল জাতের স্বাস্থ্যবান চারা রোপণ করতে হবে। চারা রোপণের পর গোড়ার মাটি তুলে দিতে হবে এবং খুঁটির সাথে সোজা করে বেঁধে দিতে হবে এবং চারপাশে বেড়া দিতে হবে।
- রাত্তার পাশে ভাল ও খেজুরের চারা রোপণ করুন।
- আগাম শীতকালীন লাউ, শিম, ফুলকপি, বেগুন এবং টমেটো চারা উৎপাদনের জন্য বেড প্রস্তুত করুন।
- বন্যার পানিতে ফসলে ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে নাবি রোপা আমন বিআর-২২, বিআর-২৩, নাইজারশাইল রোপণ করতে হবে এবং আগাম রবি ফসল চাষের প্রস্তুতি নিতে হবে। যেমন: ফেসব জমিতে উচ্চশী বোরো ধানে চাষ করা হয়। সেসব জমিতে স্বল্প মেয়াদী জাতের সরিষা যেমন: টরি-৭, বারি-৯, বারি-১৪, বারি-১৫ ও বারি-১৭ জাতের সরিষা চাষের প্রস্তুতি নিতে হবে।
- বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে বিনা চাখে মাসক্লাই, খেসারি বণণ ও পানিকচু রোপণ করুন।
- অধিক বন্যা প্রবন এলাকায় কলার ডেমাড ডাসমান বীজভলা ১৫ই শ্রাবণের মধ্যে সম্পন্ন করুন। এলাকার চাহিদা অনুযায়ী ফসলের বীজ বিএডিসির বিক্রয় কেন্দ্র/ ডিলারের নিকট হতে সংগ্রহ করুন।

ভাছাড়া কৃষির যে কোন সমস্যায় উপজেলা কৃষি অফিস অথবা কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে বা কৃষক বন্ধু সেবার ৩৩৩১ নম্বরে কল করে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে পারেন।